15 MAR 2017

সহজ পদ্ধতির বাউবিতে জটিলতা কেন?

কাজী ইব্রাহিম সেলিম

শিক্ষাঙ্গন থেকে ছিটকে পড়া মানুষ যাতে আবার শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, সেজন্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম নয়, যারা দরিদ্র ও অন্যান্য সমস্যার কারণে ঝরে পড়েছিল। বাউবিতে ভর্তির পর শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য থাকে নির্বিঘ্নে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরও তাদের অনুপস্থিত দেখিয়ে ফেল করানোর পর কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী হিসেবে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট বাউবি কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষায় পাস করার পর অনেক শিক্ষার্থী তাদের সনদপত্র ৪ বছর পর [illegible] ঘটনাও [illegible] সংশোধনের মতো সাধারণ একটি কাজও ছয় মাসে হয়নি, এমন নজিরও রয়েছে। এ ধরনের ঘটনা অমানবিক। এতে দুর্ভোগ বাড়ে ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা আরও পিছিয়ে পড়ে।

দেখা গেছে, সহজ পদ্ধতিতে পড়ার সুযোগের নামে বাউবিতে শিক্ষার্থীরা আরও জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়ছে। ফলে একই পরীক্ষা বারবার দিতে হচ্ছে। এভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় খালি হাতে ফিরতে হয়েছে অনেক শিক্ষার্থীকে। এ ধরনের ঘটনায় শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন এবং পাস না করেই বাউবি ছাড়ছেন।

চাকরিজীবীদের অনেকেই উচ্চতর ডিগ্রি লাভের আশায় বাউবিতে পড়তে এসে ঝামেলায় পড়েছেন। চাকরিরত এক ভদ্রলোক উচ্চতর [illegible]

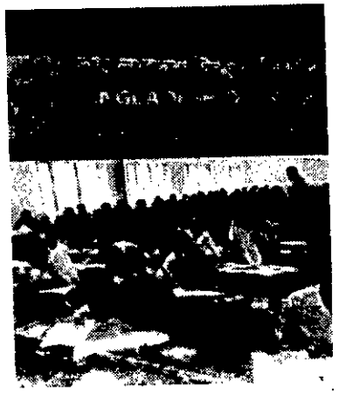

পরীক্ষায় নিয়মিত অংশগ্রহণের পরও দেখলেন, কোনো বছর তাকে অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে, আবার কোনো বছর ফেল দেখানো হয়েছে। পরীক্ষার খাতা পুনঃনিরীক্ষণের ফি জমা দিয়ে তিনি চট্টগ্রাম থেকে গাজীপুরে যাওয়ার পর যুগ্ম পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে সমস্যার কথা জানালে যুগ্ম পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বললেন,

: পরীক্ষার আর ৫ মাস বাকি। এত ঝামেলায় না গিয়ে পরীক্ষাটা আবার দিয়ে দাও।

ভদ্রলোক বিষয়টি চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মচারীদের জানালে গাজীপুর থেকে বদলি হয়ে আসা এক কর্মচারী বলল,

: প্রথমবার যেসব শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল অনুপস্থিত বা ফেল এসে যায়, পরের বছরগুলোয় তাদের পরীক্ষা খাতা কোনটা কোথায় পড়ে থাকে, তা অজানা [illegible] ফলাফলই প্রতিবার এসে যায়। ফি নিলেও তা পুনঃনিরীক্ষণ করা হয় না।

ভদ্রলোকের পাশে থাকা এক শিক্ষার্থী এ সময় বলে উঠলেন,

: আমি প্রতিবারই পাস করার মতো লেখার পরও পরীক্ষার ফলাফলে এ সমস্যা দেখা যাচ্ছে! ৫ মাস পর পুনরায় পরীক্ষা দিলেও আবারও একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না, এর নিশ্চয়তা কী?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা মেধাবী ও সচেতন একজন শিক্ষার্থীর এ অবস্থা হলে কম মেধাসম্পন্নদের কী অবস্থা হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এ অবস্থার অবসানে শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের কঠোর নজরদারি প্রয়োজন।